দৈনিক ইত্তেফাক

20 ... ৬

SEP. 25 2002

প্রসঙ্গ : ফল বিপর্যয়

শিক্ষার মান বাড়ছে না। আমরা ক্রমাগত পিছিয়ে চলেছি

তরুণকণ্ঠ বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের সাবেক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর মুখোমুখি হয়। একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি এবারের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল বিপর্যয়ের কারণ বিশ্লেষণ করেছেন। জানিয়েছেন এ সংকট সমাধানে তার মতামত।

তরুণকণ্ঠ: আমাদের দেশে থানা পর্যায়েও ডিগ্রী কলেজ হয়েছে। অথচ এবার উচ্চ মাধ্যমিকে পাসের হার কম। শিক্ষার্থীরা পাস করতে পারছে না। এ ব্যাপারে আপনি কী মনে করেন?

সি.ই.চৌ: এ ঘটনা জাতির জন্য লজ্জাজনক। একটা জাতীয় অপচয়। অন্য যে কোন দেশ হলে অনেক হই-হট্টগোল হতো। অথচ সামাজিক কোন উদ্যোগ নেই। এমনকি সরকারের মধ্যে কোন উদ্বেগ লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। বরং সরকারী মহল থেকে বলা হচ্ছে, আমরা পরীক্ষা ভালোভাবে নিয়েছি, নকল হয়নি, তাই পাসের হার কম। এটা খুব দুঃখজনক। কলেজের সংখ্যা বাড়ুক বা না বাড়ুক এটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। শিক্ষা ক্ষেত্রে আমরা যে এগোতে পারছি না এই ব্যাপারটা উপলব্ধি করতে পারাটাই গুরুত্বপূর্ণ।

তরুণকণ্ঠ: তাহলে কলেজগুলো কেন প্রতিষ্ঠা করা হলো, এই কলেজ প্রতিষ্ঠা করার পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কাজ করেছে কিনা– এ বিষয়গুলো উঠে আসে?

সি.ই.চৌ: উদ্দেশ্য অবশ্যই আছে। তা রাজনৈতিক হোক আর সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠা পাবার জন্যই হোক। উদ্দেশ্য আছে বলেই যে হারে কলেজ গড়ে উঠেছে, সে অনুপাতে মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরের মান বাড়েনি। ফল বিপর্যয়ের এটাও একটা কারণ। কেননা ভিত্তি যদি শক্ত না হয় ওপরের কাঠামো ভেঙ্গে পড়তে বাধ্য।

তরুণকণ্ঠ: আমাদের কলেজগুলো প্রতিষ্ঠা করার পেছনে পরিকল্পনাহীনতা স্পষ্ট। ক্লাসরুম নেই, প্রয়োজনীয় উপকরণ নেই, আর শিক্ষকের অপ্রতুলতার কথা তো সবার জানা। তাহলে এই যে এতোগুলো শিক্ষার্থী ২ বছর ধরে কলেজে সময় কাটালো সেটা কেউ ভাবছে না?

সি.ই.চৌ: না. কেউ ভাবছে না। কেননা যারা পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে তারা কলেজ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। তার মানে, কলেজগুলো মনে করেছে তারা পাস করবে। পাস না করার পেছনে কারণটা হলো. লেখাপড়া হচ্ছে না। এতে শিক্ষক-শিক্ষার্থী উভয়ের আগ্রহের যেমন অভাব রয়েছে. তেমনি শিক্ষকদের মান বাড়ানোর জন্য প্রশিক্ষণেরও অভাব রয়েছে। আবার কলেজটিকে রক্ষার জন্য ছাত্র পাস করানোটাও জরুরী। ফলে অনিয়ম হচ্ছে। এছাড়া কর্তৃপক্ষের উদ্বিগ্ন না হবার আরেকটা কারণ হতে পারে যে, পাস না করার ফলে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বাড়ছে না। বেকার সমস্যা আছে, কিন্তু শিক্ষিত বেকার বৃদ্ধি পাওয়াটা ভয়ংকর। ফলে মনে হচ্ছে, একটা শিক্ষা সংকোচন নীতিও চলছে। এ ব্যাপারটায় যে কোন দেশপ্রেমিক মানুষ চিন্তিত হবেন।

তরুণকণ্ঠ: ফল বিপর্যয়ের ফলে আরেকটা সমস্যা দেখা দিচ্ছে, অনার্স ও ডিগ্রী পর্যায়ে যত আসন রয়েছে এ অনুযায়ী ছাত্রই নেই।

সি.ই.চৌ: হ্যাঁ, এটাও একটা সমস্যা। কিন্তু যে কলেজগুলোতেও শিক্ষক নেই, লাইব্রেরী নেই, নেই ল্যাবরেটরী। ফলে এখানেও শিক্ষার্থীরা বঞ্চিত হচ্ছে। রাজনৈতিক কারণে বা সুনাম লাভের আশায় এগুলোতে অনার্স কোর্স চালু করা হয়েছে।

তরুণকণ্ঠ: সবাই বলছে, নকল রোধ করার জন্যই নাকি এমন ফল বিপর্যয় ঘটেছে। এটা নিঃসন্দেহে ভালো উদ্যোগ। কিন্তু শিক্ষকদের দায়িত্বের কথাটা কেউ বলছে না। ছাত্ররা পরীক্ষা দেয়, কিন্তু সিলেবাস ক্লাসে শেষ করা হয় না। বেশিরভাগ ছাত্র প্রাইভেট পড়ে নয়তো ৭/৮টা প্রশ্নের উত্তর পড়ে পরীক্ষায় বসে।

সি.ই.চৌ: এমনটাই ঘটছে। এমনকি নকল করার ব্যাপারে অভিভাবক, শিক্ষকরাও উৎসাহী। সেন্টার কোথায় হবে এ নিয়েও আগ্রহের কমতি নেই। মাঝখান থেকে কলেজে পড়াশোনাটা নেই। সত্যি কথা বলতে কি আমাদের মূল সাংস্কৃতিক সত্য হলো কারোর কোন দায়িত্ব নেই। এটা সর্বোচ্চ পর্যায়ে নেই– সরকারের মধ্যে নেই। এই দায়িত্বহীনতা সবক্ষেত্রে প্রতিফলিত হচ্ছে। ফলে শিক্ষকদের জবাবদিহিতা নেবার কেউ নেই। সরকারের মধ্যে যখন জবাবদিহিতা নেই তখন এ ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ পাওয়া সহজ নয়।

তরুণকণ্ঠ: দেশের বর্তমান শিক্ষার মান সম্পর্কে কিছু বলুন।

সি.ই.চৌ: উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল যে চিত্রকে সামনে আনে সেটা হলো, আমাদের শিক্ষার গড় মান বলে কিছু নেই। আগে ছিল। যে ছেলেটা মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক বা বিএ পাস করতো তার সঙ্গে কথা বলে তার শিক্ষার স্তরটা বোঝা যেত। এখন সেটা বোঝা যায় না। এমনিতে এখন ইংরেজী মাধ্যমের সঙ্গে শহরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং এদের সঙ্গে গ্রামের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মানের মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। তবে সাধারণভাবে দেখলে শিক্ষার মান বাড়ছে না। আমরা ক্রমাগত পিছিয়ে চলেছি।

> আমাদের শিক্ষার গড় মান বলে কিছু নেই। আগে ছিল। যে ছেলেটা মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক বা বিএ পাস করতো তার সঙ্গে কথা বলে তার শিক্ষার স্তরটা বোঝা যেত। এখন সেটা বোঝা যায় না। শিক্ষার মান বাড়ছে না। আমরা ক্রমাগত পিছিয়ে চলেছি

তরুণকণ্ঠ: এমন কিছু কি মনে হয় যে, কোন অশুভ চক্র অসৎ উদ্দেশ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মত শিক্ষা ব্যবস্থাকেও ধ্বংস করতে চায়। দেশের শিক্ষাঙ্গনের চেহারাটা কি তারই কোন ইঙ্গিত দিচ্ছে। আপনার কি মনে হয়? অর্থাৎ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বা বুয়েটে যা ঘটে চলেছে এটাকে কি বলবেন?

সি.ই.চৌ: পরিকল্পিতভাবে হচ্ছে কি না জানি না। তবে একটা সংকট চলছে, ঘটনা ঘটছে। আর বুয়েট ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা যখন আসছেই তখন বলবো, সরকার উদ্যোগী হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দিয়েছে এমনটা এর আগে দেখিনি। আগে দেখেছি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশৃঙ্খলার কারণে সরকার বাধ্য হয়ে, অনিচ্ছা নিয়ে বন্ধ করে দিয়েছে। কিন্তু এবার উল্টোটা ঘটলো।

তরুণকণ্ঠ: ফল বিপর্যয়সহ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে উন্নত করার ব্যাপারে আপনার কোন মতামত?

সি.ই.চৌ: বারবার সিলেবাস বদল এবং বই বদল না করে একটা নির্দিষ্ট সিলেবাস নির্ধারণ করা। ক্লাসের পড়া ক্লাসে শেষ করা। ছাত্রদের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত রাখা। শিক্ষকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেয়া। আর সরকার যদি শিক্ষা ব্যবস্থার মান বাড়ানোর দিকে লক্ষ্য না দেয় তবে জনমত গড়ে তোলা। উন্মুক্ত আলোচনার মাধ্যমেও আমরা সমস্যার সমাধানের পথ বের করতে পারি। এটা যদি করা যায় তবে সরকারও সচেতন হয়ে উঠবে। কারণ তারা দেখতে পাবে জনগণ তার গতি-প্রকৃতির দিকে লক্ষ্য রাখছে।

তরুণকণ্ঠ: আপনাকে ধন্যবাদ।

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন আসিফুর রহমান